COAST, CJRF প্রকল্পের প্রকাশনা

সংখ্যা- ৪২; ২০২২ ॥ চৈত্র, এপ্রিল ১৪২৮

জলবায়ু বার্তা

জানুয়ারি ২০১৮ থেকে কোস্ট ফাউন্ডেশন উপকূলীয় ৭ টি জেলায় "Climate Justice Resilient Fund-CJRF" শিরোনামে'র প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে, যা আগামী সেপ্টেম্বর ২২ পর্যন্ত চলমান থাকবে। প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে– দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস (ডিআরআর), জলবায়ু পরিবর্তন, এবং জলবায়ু ঝুঁকিকে প্রভাবিত করার কারণসমূহ হ্রাস করতে তথ্য এবং শিক্ষা সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্থ কমিউনিটি'র সক্ষমতা অর্জনের চর্চাগুলো শক্তিশালী করা, নেতৃত্বের সাথে নাগরিক সমাজের নেটওয়ার্কিং এবং অধিপরামর্শে'র মাধ্যমে প্রত্যন্ত এবং জলবায়ু-ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় সরকারী অনুশীলন ব্যবস্থা'র শক্তিশালীকরণ এবং সুবিধাদি সম্প্রসারণ করা, আয় হ্রাস কমাতে উপকূলীয় কমিউনিটিতে জলবায়ু অভিযোজিত আয়বৃদ্ধিমূলক কৌশল এবং উপকরন সহায়তা প্রদান করা এবং প্রচারের মাধ্যমে অর্থনৈতিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।

বস্তায় সবজি চাষে সাফল্যের হাসি রহিমা বেগমের

বাড়ির পাশে পরিত্যাক্ত জমিতে বড় সিনথেটিক বস্তায় রহিমা বেগমের লাগানো সবজি বাগান। এই ক্ষেতে লাউ, মিষ্টিকুমড়া, বরবটি, লাগিয়েছেন রহিমা বেগম। এমনকি, মরিচ ও ধনেপাতা চাষও বাদ রাখেননি। এই সবজি ক্ষেত থেকে রহিমা বেগমের রান্নাঘরের চাহিদা মেটে। শুধু তাই নয়, এখান থেকে সবজি যায় স্থানীয় বাজারে। তাতেও বেশ কিছু টাকা আসে; যা তার সংসার ও সন্তানের পড়াশুনায় লাগে। রহিমা বেগমের পুরো নাম মাহাবুবা রহিমা। তিনি কুতুবদিয়া উপজেলার বড়ঘোপ ইউনিয়নের মুড়ালিয়া গ্রামের বাসিন্দা।

রহিমা বেগমের সঙ্গে আলাপে জানা যায়, উপকূলীয় এই সকল অঞ্চলে লবণাক্ততার কারণে তেমন কোনও ফসল হয় না। প্রায় প্রতি বছর প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারনে সৃষ্ট জলোচ্ছাসে এই অঞ্চলে লবণাক্ততার প্রভাব অনেক বেড়েছে। ফসল তেমন একটা হয়না বললেই চলে, এই অবস্থায় কোস্ট সিজেআরএফ প্রকল্পের কারিগরি সহায়তায় পরিবারের চাহিদা মেটাতে এবং বাড়তি আয়ের আশায় বস্তায় সবজি চাষ শুরু করেন তিনি।

গেল ৩ মাসে প্রায় ১২ হাজার টাকার সবজি বিক্রি করেছেন রহিমা বেগম, বর্তমানে ২৫টি বস্তায় লাউ, মিষ্টিকুমড়া, বরবটি, মরিচ ও ধনে পাতাসহ অন্যান্য সবজি চাষ করেছেন , বড়ঘোপ ইউনিয়ন, কুতুবদিয়া,কক্সবাজার, ছবি–শাহাদাৎ, টিও, কোস্ট।

তিনি জানান, বস্তা পদ্ধতির সবজি চাষে খরচ কম। জায়গা কম লাগে; রোগবালাইয়ের যন্ত্রণাও নেই। আবার ফলনও বেশি হয়, এছারা জলাবদ্ধ জায়গায় সারা বছর জুড়েই সবজি চাষ করা যায়। এতে নিত্য প্রয়োজন মেটানোর পর এ পদ্ধতির সবজি চাষে তার লাভও খারাপ হয় না। গত কয়েক মাস থেকে ভালোই লাভ হচ্ছে বলে জানালেন তিনি, গেল ৩ মাসে প্রায় ১২ হাজার টাকার সবজি বিক্রি করেছেন। বর্তমানে ২৫টি বস্তায় লাউ, মিষ্টিকুমড়া, বরবটি, মরিচ ও ধনে পাতাসহ অন্যান্য সবজি চাষ করেছেন তিনি।

নিজেকে সফল চাষি দাবি করে রহিমা বেগম বলেন, 'আমার দেখাদেখি এলাকায় অনেক নারীই এখন বস্তায় সবজি চাষ শুরু করেছেন। এটা দেখে আমার খুব ভালো লাগে। যেহেতু খরচ কম, আশা করি, সবাই লাভবান হবে।'

উপকূলীয় কিশোরীদের আয়বৃদ্ধিমূলক দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষন

জলবায়ু পরিবর্তনে ক্ষতিগ্রস্থ উপকূলীয় অঞ্চলে স্কুল থেকে ঝরে পড়া শিক্ষার্থীদের জীবন দক্ষতা শিক্ষা প্রদানের পাশাপাশি তাদের অর্থনৈতিক সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন আয়বর্ধক প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হচ্ছে এবং তাদের মধ্যে বিভিন্ন উপকরণ বিতরণ করা হচ্ছে। যা তাদের অর্থনৈতিক সক্ষমতা অর্জনে সহায়তা করবে এবং তারা মর্যাদার সাথে পরিবার ও সমাজের উন্নয়নে অবদান রাখবে।

অর্থনৈতিক অক্ষমতা উপকূলীয় কিশোরীদের জেন্ডার বৈষম্যের দিকে ধাবিত করার অন্যতম একটি প্রধানতম কারন এবং এই কারনে তারা তাদের প্রাপ্য অধিকারগুলো থেকে বঞ্চিত হয়। ক্ষুদ–ক্ষুদ্র অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের সাথে যুক্ত হওয়ায় জন্য কোস্ট সিজেআরএফ প্রকল্পের উদ্যোগে কিশোরী কেন্দ্রের মাধ্যমে তাদের অনুপ্রাণিত করা হচ্ছে। কারন উপকূলীয় এই সকল কিশোরীরা স্কুল থেকে ঝরে পড়ায় সমাজে নানাভাবে বঞ্চিত হয়, জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস, সচেতনতা এবং দক্ষতার অভাব থাকে। বাড়ির আশেপাশের খালি ও পরিত্যাক্ত জমিতে মৌসুমভিত্তিক বিভিন্ন প্রকার সবজি চাষের কৌশল, অর্থনৈতিক সাশ্রয় ও পরিবেশ সুরক্ষায় রাসায়নিক সারের পরিবর্তে জৈব সার তৈরি ও তার ব্যবহার, গবাদি পশু ও হাসমুরগী পালন, পরিচর্যা ও রোগা বালাই সংক্রান্ত বিষয়গুলো প্রশিক্ষনে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। প্রশিক্ষন শেষে তাদের মধ্যে বীজ, ফল গাছের চারা, হাঁস–মুরগীর বাচ্চা সহ অন্যান্য আয়বর্ধনমূলক উপকরন বিতরন করা হচ্ছে। উপজেলা কৃষি ও প্রাণি সম্পদ অধিদপ্তরের কর্মকর্তাগণ এই প্রশিক্ষনগুলো পরিচালনা করছেন।

আশা করা হচ্ছে এই ধরনের উদ্যোগ উপকূলীয় এই কিশোরীদের ক্ষুদ্র–ক্ষুদ্র অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের সাথে যুক্ত হতে সহায়তা করবে, এই ধরনের কর্মকান্ডের নিয়মিত অনুশীলন তাদের আয় বাড়াতে এবং জীবনের সকল ক্ষেত্রে তাদের প্রাপ্য অধিকার আদায়ে সচেতন ও উদ্যোগী হতে সহায়তা করবে।

কৃষি, গবাদি পশু ও হাঁস–মুরগী পালনের মাধ্যমে জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষন পরিচালনা করছেন উপজেলা প্রাণি সম্পদ কর্মকর্তা, জনাব ডা: মো: শাহবুদ্দিন কুতুবদিয়া, ছবি– ছবি–শাহাদাৎ, টিও, কোস্ট।

আন্তর্জাতিক নারী দিবস-২০২২

জনপ্রতিনিধিদের সচেতনতাই রোধ করবে বাল্যবিয়ের ভয়াবহতা

কিশোরী কেন্দ্রের উদ্যোগে আন্তর্জাতিক নারী দিবসের মানববন্ধনে বক্তব্য রাখছেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব আল নোমান, উক্ত মানববন্ধনে কিশোরীরা বাল্য বিয়ে প্রতিরোধে সরকারের কার্যকর উদ্যোগ গ্রহনের জন্য বিভিন্ন দাবী সমূহ উপস্থাপন করেন, ৮ মার্চ ২২, উপজেলা পরিষদ, চরফ্যাশন,ভোলা। ছবি- আতিকুর রহমান, টিও, কোস্ট।

কিশোরী কেন্দ্রের উদ্যোগে ভোলা জেলার চরফ্যাশন উপজেলা এবং কক্সবাজার জেলার কুতুবদিয়া উপজেলায় পৃথকভাবে আন্তর্জাতিক নারী দিবস-২০২২ পালিত হয়েছে। দিবসটি উদযাপনের মূল লক্ষ্য ছিল নারী ও কিশোরীদের প্রতি সহিংসতা রোধে শক্তিশালী সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলতে জনসচেতনতা সৃষ্টি করা এবং আইনের কার্যকর প্রয়োগ নিশ্চিত করার মাধ্যমে অধিকার ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সরকারের কাছে দাবিসমূহ উত্থাপন করা। দিবসটি উদযাপনে মানববন্ধন, আলোচনা সভা ও লিফলেট বিতরণ কার্যক্রমের আয়োজন করা হয়েছে। সকাল ১০টায় চরফ্যাশন ও কুতুবদিয়া উপজেলা পরিষদের সামনে পৃথকভাবে এই মানববন্ধন কর্মসূচি পালিত হয়েছে।

"জনপ্রতিনিধিদের সচেতনতাই রোধ করবে বাল্যবিবাহের ভয়াবহতা " স্লোগানে অনুষ্ঠিত উক্ত মানববন্ধনে কিশোরী কেন্দ্রের শিক্ষক-শিক্ষা ছাড়াও বিভিন্ন সুশীল সমাজের প্রতিনিধি, সাংবাদিক, নারী নেত্রীরাও উক্ত কর্মসূচিতে অংশ নেন এবং দাবির সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করেন। মানববন্ধনে কিশোরী মেয়েরা নারী ও শিশু নির্যাতনের বিরুদ্ধে একটি শক্তিশালী সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য সমাজের সকল স্তরের নাগরিকদের প্রতি উদাত্ত আহবান জানান এবং অধিকার, নিরাপত্তা ও আইনের কার্যকর প্রয়োগ নিশ্চিত করতে সরকারের কাছে তাদের বিভিন্ন দাবিসমূহ তুলে ধরেন। তারা বলেন, সহিংসতা প্রতিরোধে সমাজ বা পরিবারের বিদ্যমান ধারণা ও আচরণ পরিবর্তনের জন্য জনসচেতনতা বৃদ্ধির বিকল্প নেই।

তারা আরও বলেন, বাস্তবতা হচ্ছে বাল্যবিবাহ বর্তমানে একটি মারাত্মক সামাজিক ব্যাধিতে পরিণত হয়েছে। ক্রমাগত প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে উপকূলীয় এলাকার মানুষের আয় কমছে, দারিদ্র্যতা বাড়ছে, একই সঙ্গে করোনা মহামারির কারণে মানুষ কর্মহীন হয়ে পড়েছে। বর্তমান সময়ে উপকূলীয় অঞ্চলের কিশোরীরা বাল্যবিবাহ ও সহিংসতার মারাত্মক ঝুঁকিতে রয়েছে।

এই সামাজিক ব্যাধি নির্মূলের জন্য সকল স্তর ও পেশার মানুষের সমন্বিত প্রচেষ্টার প্রয়োজন। বিশেষ করে জনপ্রতিনিধিরা সচেতন হলে সমাজ থেকে বাল্যবিবাহের ভয়াবহতা নির্মূল করা সহজ হবে। অংশগ্রহণকারীরা বলেন, নারী ও কিশোরীদের প্রতি সহিংসতা বন্ধে কার্যকর পদক্ষেপ নেয়ার এখনই সময়।

পরিবেশের দূষণ রোধে প্লাষ্টিকের ব্যবহার কমাতে কিশোরী কেন্দ্রের উদ্যোগে জনসচেতনতামূলক প্রচারণা

পরিবেশের দূষণ রোধে প্লাষ্টিকের ব্যবহার কমানোর লক্ষ্যে চর ফ্যাশন উপজেলার মাদ্রাজ ইউনিয়ন কিশোরী কেন্দ্রের উদ্যোগে বিভিন্ন স্তরের জনগণের অংশগ্রহণে প্রচারনা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। প্লাষ্টিকের ব্যবহার কমিয়ে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম এবং পরিবেশ রক্ষার জন্য জনসচেতনতা বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা থেকে কোস্ট সিজেআরএফ প্রকল্পের সহায়তায় কিশোরী কেন্দ্রের এটি একটি ধারাবাহিক উদ্যোগ।

মাদ্রাজ কিশোরী কেন্দ্রের শিক্ষক কামরুন নাহার বেগম বলেন, প্লাস্টিকের বিকল্প ব্যবহার করা দরকার, কারণ এটি মানুষ, প্রাণি ও পরিবেশের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর। প্লাষ্টিকের কারনে পানি নিষ্কাশনে বাধা সৃষ্টি করে বন্যার কারণ হিসেবে আবির্ভূত হয়; সমুদ্র এবং নদী অববাহিকায় জমা প্লাষ্টিক মাটি,পানি, পরিবেশ এবং জীববৈচিত্রকে ক্ষতিগ্রস্থ করে, প্লাষ্টিক মাটিকে অনুর্বর করে তোলে।

তিনি আরও বলেন, আমরা কমিউনিটির লোকদের বোঝানোর চেষ্টা করছি যে ব্যাপক এবং নির্বিচারে প্লাষ্টিকের ব্যবহার পরিবেশের ভয়াবহ ক্ষতির কারণ হচ্ছে এবং এর ব্যবহার দিনে দিনে আরও বেশি বিপর্যয়ের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। প্লাষ্টিক মাটিতে প্রবেশ করলে তা ক্ষয় হয়না বা মাটির সাথে মিশে না। প্লাষ্টিক থাকলে ভূগর্ভস্থ পানি আর যেতে পারে না, মাটির স্তরে পানি প্রবেশ মারাত্মকভাবে বাধাগ্রস্থ হয়, প্লাষ্টিক জলাবদ্ধতা সৃষ্টি ও কৃষির উর্বরতা বৃদ্ধিতে বাধা সৃষ্টি করছে, অথচ আমাদের এখানে কেউই এ বিষয়ে সচেতন নয়।

পরিবেশের দূষন হ্রাসে প্লাষ্টিকের ব্যবহার কমাতে, কিশোরী কেন্দ্রের উদ্যোগে কমিউনিটি পর্যায়ে জনসচেতনতা মূলক প্রারণা কার্যক্রম, ২০ মার্চ, ২২, মাদ্রাজ, চরফ্যাশন,ছবি- আতিকুর রহমান, টিও, কোস্ট।

এই প্রকাশনাটি তৈরিতে প্রয়োজনীয় তথ্য দিয়ে "সিজেআরএফ" প্রকল্পের সকল সহকর্মী সহযোগিতা করেছেন।

বিস্তারিত তথ্য ও যোগাযোগের জন্য:
এম. এ. হাসান, প্রোগ্রাম হেড-কোস্ট, সিজেআরএফ প্রকল্প।
মোবাইল : ০১৭০৮১২০৩৩৩, hasan@coastbd.net
প্রকল্প কার্যালয়- শ্যামলী, ঢাকা থেকে প্রকাশিত ও সংরক্ষিত www.coastbd.net